দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAY 4 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

# বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কারঃ প্রাসঙ্গিক মতামত

আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেমিনারে বিদ্যমান ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও সচিবালয় ভিত্তিক কাঠামো বিলুপ্ত করে দেশের জন প্রশাসনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে নীতি নির্ধারণী রাজনৈতিক স্তর বাস্তবায়নকারী ব্যুরো ও জেলা সরকার এই তিন পর্যায়ে প্রশাসনের নতুন কাঠামো বিন্যাস করতে হবে। কিন্তু এখানে আসল কথা বলা হয় নাই। যেমন- দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সুপারিশ করা হয় নাই। উক্ত সেমিনারে কারো সুপারিশ করা হয়েছে যে, রাজনৈতিক পর্যায়ে থাকবে মন্ত্রণালয়-এর প্রধান হবেন মন্ত্রী। তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের জন্য ৫/৬ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

গত সব সরকারের আমলেই দেখা যায়, ৪০/৪৫ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির মন্ত্রী থাকেন। হিসাব করলে দেখা যায় মোট উপদেষ্টার সংখ্যা হবে ২৪০/২৭০ জন। বর্তমানে উপদেষ্টাগণ একজন মন্ত্রীর সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। সুপারিশদাতাগণ ভেবে দেখেছেন কি? বাংলাদেশের মত একটি গরীব দেশের পক্ষে এত ব্যয় বহন করা সম্ভব? তাহলে কি এই পদের প্রয়োজন নেই? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। একজন মন্ত্রী তার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের কাজকর্ম সুষ্ঠ নির্ভুলভাবে করার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমার মতামত হচ্ছে সর্বোচ্চ ২ জন করে উপদেষ্টা থাকবে মন্ত্রীপ্রতি। উপদেষ্টাদের যোগ্যতা নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন।

১। উপদেষ্টা নিয়োগের যোগ্যতাঃ

(ক) সৎ, চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান ও কার্যক্ষম ব্যক্তি হতে হবে।
(খ) সৃজনশীল কাজে ২/১টি জাতীয় প্রমাণ থাকতে হবে।
(গ) আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হওয়া চলবে না।
(ঘ) ঋণ খেলাপী হওয়া চলবে না।
(ঙ) সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ৩/৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২। উপদেষ্টা অপসারণঃ

(ক) অযোগ্যতার কারণে মন্ত্রী অপসারণের আদেশ জারি করতে পারেন।
(খ) মন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করে।

মন্ত্রীকে সহায়তা প্রদানের জন্য অল্প কয়েকজন কর্মকর্তা থাকবে। তবে কোন কর্মচারী থাকবে না। এ পর্যায়ে মোট জনবল হবে আড়াই হাজার সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ৯৮টি বাস্তবায়নকারী ব্যুরো থাকবে। যার মোট জনবল হবে দেড়লাখ। ব্যুরো তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগ দিবেন। তৃতীয় পর্যায়ে দেশে মোট ৬৭টি জেলা সরকার থাকবে এবং স্তর প্রতিটিতে গড়ে ১১ হাজার জনবল থাকবে। সার্বিকভাবে জন প্রশাসনে মোট জনবল হবে প্রায় ৯ লাখ যা বিদ্যমান সংখ্যার কাছাকাছি। যা প্রশাসনিক সংস্কার সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কিভাবে আমলাতন্ত্র পরিহার করে স্বচ্ছ দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে সে ব্যাপারে কোন দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয় নাই। যার ফলে প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি পরায়ন কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণ প্রশাসনের নাকের ডগায় চুপটি মেরে বসেই থাকবে। ফলে তাদের পুরাতন বদ-অভ্যাসগুলো বদলাবে না। এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে- কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত প্রবর্তন করা এবং সেই সঙ্গে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণকে কর্মদক্ষতা ও মেধা অনুসারে তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা।

১। অস্থায়ীভাবে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ করা।
২। অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতনের ব্যবস্থা করা (সর্বনিম্ন এক বৎসর)।
৩। ক্যাটাগরি (এ) (অতিউত্তম) : দ্বিতীয় বৎসর থেকে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও মেধা অনুসারে পর্যায়ক্রমে ১০% হারে চাকুরী স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা করা। (১০ বৎসরে ৬৫ জনের চাকুরী স্থায়ী হবে)।
৪। ক্যাটাগরি- (বি) (উত্তম) : ১১ থেকে ১৩ বৎসরের মধ্যে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা মেধা অনুসারে পর্যায়ক্রমে ৫০% হারে চাকুরী স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা করা। (৩ বৎসরে ৩১ জনের চাকুরী স্থায়ী হবে)।
৫। ক্যাটাগরি- (সি) (অচল) : ১৪ থেকে ১৫ বৎসরের মধ্যে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর অসন্তুষ্ট বোধ করেন তাহলে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৬। ১৬ বৎসর থেকে অবসরকালীন পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ যদি কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর উপর অসন্তুষ্টবোধ করেন তাহলে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭। বেতন কাঠামো : বর্তমানে যে বেতন কাঠামো রয়েছে প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে পূর্বোক্ত কাঠামো বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কেননা উক্ত কাঠামো দ্বারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে বহু ক্যাডারে বিভক্ত করা হয়েছে। যাহা জাতি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মোটেও কাম্য নহে। কাজেই ২০টি স্তর ভেঙ্গে ১২টি স্তরে পরিণত করা।

৮। বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রেও ক্যাটাগরি ভিত্তিতে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এতে কাজের গুণগত মান যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও গতিশীল করা সম্ভব হবে। আবার একই সাথে সরকারের রাজস্ব ব্যয় কমানো সম্ভব হবে। উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণে বহু উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা যাবে। তাই ক্যাটাগরি ভিত্তিতে নিম্নরূপ বেতন প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

(ক) চাকুরী স্থায়ীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্কেলের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে।
(খ) স্থায়ীকৃত নয় এমন কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্কেলের কোন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। শুধুমাত্র নির্ধারিত বেতন পাবেন। সেই সঙ্গে বাৎসরিক নির্ধারিত বর্ধিত বেতনসহ নির্ধারিত উৎসব ভাতা পাবেন।

৯। পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রেও ক্যাটাগরি ভিত্তিতে দেওয়া আবশ্যক। কারণ এতে কাজের গুণগত মান যেমন বৃদ্ধি পাবে, সেই সঙ্গে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হবে এবং সরকারের রাজস্ব ব্যয় কমানো সম্ভব হবে। ক্যাটাগরিভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা নিম্নরূপে প্রবর্তন করাঃ-

(ক) ক্যাটাগরি- (এ) (অতি উত্তম) :

যে সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ১ম-২য় বৎসরের মধ্যে চাকুরী স্থায়ী হবে তারা পাবেন ১০০% সুযোগ সুবিধা।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩য়-৪র্থ | বৎসরে | স্থায়ী | হলে | পাবেন | ৯৫% | সুযোগ | সুবিধা। |
| ৫ম-৬ষ্ঠ | " | " | " | " | ৯০% | | |
| ৭ম-৮ম | " | " | " | " | ৮৫% | " | " |
| ৯ম-১০ম | " | " | " | " | ৮০% | | |

(খ) ক্যাটাগরি- (বি) (উত্তম) :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১তম-১২তম | বৎসরে | চাকুরী | স্থায়ী | হলে | পাবেন | ৭০% | সুযোগ সুবিধা |
| ১৩তম | | | | | | ৬৫% | |

(গ) ক্যাটাগরি-সি (অচল) :

বাধ্যতামূলক অবসর দানকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪তম | বৎসরে | পাবেন | ৪৫% | সুযোগ | সুবিধা |
| ১৫তম | " | " | ৫০% | " | " |

১০। সমিতি :

মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমকে মূল্যায়ন ও করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার টেবিলের প্রয়োজন আছে। আর সেইসঙ্গে আলোচনার টেবিলের রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন সংগঠন/সমিতির। একটি মন্ত্রণালয়ে একটি মাত্র সমিতি থাকবে এর অধিক নয়। সমিতির কোন প্রতিনিধি পক্ষ থেকে হরতাল, ধর্মঘট অথবা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে না, তবে কর্মদিবস ব্যতীত সভা, সমাবেশ ও মিছিল করতে পারবে। উক্ত সময় ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হলে চাকরিচ্যুতির বিধান প্রবর্তন করা। সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধির সহিত মাসে কমপক্ষে একবার আলোচনায় বসবেন মন্ত্রী। সমিতির গঠন নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজনঃ

(ক) থানা কমিটি গঠন :

১। থানার সকল কর্মচারীর মধ্য থেকে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, তিনজন সদস্য, একজন থানা প্রতিনিধি থাকবেন।
২। মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতাবলে থানা কর্মকর্তা থানা কমিটির সদস্য এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হবেন।

(খ) থানা কমিটির কাজ :

১। থানার কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে একটি প্রতিবেদন তৈরী করবেন।
২। থানার মন্ত্রণালয়ের সঠিক চিত্র এবং কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যার প্রতিবেদনের উপর থানা কমিটির সদস্যগণ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে জেলা কমিটিতে একটি সার্বিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(গ) জেলা কমিটি গঠন :

১। জেলার নিয়ন্ত্রণাধীন থানা প্রতিনিধিদের দ্বারা জেলা কমিটি গঠিত হবে।
২। থানা প্রতিনিধি তাদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, সম্পাদক ও জেলা প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।
৩। জেলা চেয়ারম্যান/নির্বাহী ক্ষমতাবলে জেলা কমিটির সদস্য ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হবেন।

(ঘ) জেলা কমিটির কাজ :

১। জেলা চেয়ারম্যান জেলার সার্বিক চিত্র ও থানা কমিটির প্রতিবেদন জেলা কমিটিতে পেশ করবেন।
২। পেশকৃত জেলার সঠিক চিত্র ও থানা কমিটির প্রতিবেদনের উপর জেলা কমিটির সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন :

মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় অফিসের নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা, জেলার প্রতিনিধিদের দ্বারা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে।
২। জেলা প্রতিনিধিরা তাদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, সম্পাদক নির্বাচন করবেন।
৩। কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতাবলে মন্ত্রী/দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হবেন।

(চ) কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ :

১। মন্ত্রী/দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ব্যক্তি মন্ত্রণালয়ের সঠিক চিত্র ও জেলা কমিটির প্রতিবেদন পেশ করবেন।
২। পেশকৃত মন্ত্রণালয়ের সঠিক চিত্র ও জেলা কমিটির প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এবং বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করবেন।

১১। জনবল নিয়োগ ব্যুরোর ক্ষমতা :

প্রশাসনিক সংস্কার সেমিনারে জনবল নিয়োগে ব্যুরোগুলোর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যা রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ উক্ত সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে আমলাতন্ত্র আরো দীর্ঘায়িত হবে। এক্ষেত্রে আমার মতামত হচ্ছে :-

(ক) প্রস্তাবিত জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ।
(খ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত জনবল নিয়োগের সুপারিশ।
(গ) সুপারিশকৃত জনবল মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।
(ঘ) প্রস্তাবিত চাকুরী শর্তাবলী বাস্তবায়িত হওয়া :

১২। জেলা সরকার গঠন :

প্রশাসনিক সংস্কার সেমিনার জেলা সরকার গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা সরকার অবশ্যই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে। নির্বাচনের ফলে অযোগ্য দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হতে পারেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীসহ অন্যান্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর জনগণের আস্থা কমে যাবে। সেইসঙ্গে রাষ্ট্র রাজস্ব ব্যয় বাড়বে। এমনকি বলার অপেক্ষা রাখে না হয়ত কোন একসময় এই জেলা সরকারগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাষ্ট্রকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিতে পারে। তাই জেলা সরকার রাষ্ট্রের জন্য সুখকর নয় বলে আমার অভিমত। এক্ষেত্রে আমার মতামত হচ্ছে :-

জেলার ডি.সি.,এ.ডি.সি পদগুলো বিলুপ্ত ঘোষণা করে সরকার কর্তৃক চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করা। জেলা চেয়ারম্যান নিয়োগ পদ্ধতি নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

১। জেলা চেয়ারম্যানের যোগ্যতা :-

(ক) অবশ্যই সৎ, চরিত্রবান ও একনিষ্ঠ কার্যক্ষম ব্যক্তি হতে হবে।
(খ) সৃজনশীল কাজের ২/১টি জাতীয় প্রমাণ থাকতে হবে।
(গ) আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হওয়া চলবে না।
(ঘ) ঋণ খেলাপি হওয়া চলবে না।
(ঙ) সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের ৩/৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

২। জেলা চেয়ারম্যান অপসারণ :-

(ক) অযোগ্যতার কারণে প্রধানমন্ত্রী অপসারণের আদেশ জারি করতে পারেন।
(খ) প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করা।

৩। জেলা চেয়ারম্যানের জনবলঃ-

(ক) বর্তমান ডি.সি. অফিসের কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে জেলা চেয়ারম্যানের অধীনে স্থানান্তর করা।

৪। জেলা চেয়ারম্যানের ক্ষমতা :

(ক) জেলা চেয়ারম্যানের, জেলার সকল মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতা প্রদানের অধিকারী।
(খ) জেলার কল মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন প্রদান।
(গ) জেলার নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলার সকল মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদনে চূড়ান্ত মতামত নিবেন জেলা চেয়ারম্যান।
(ঘ) জেলার সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলা, ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাত ও স্বজনপ্রীতির কারণে সাময়িকভাবে চাকুরীচ্যুত করতে পারবেন এবং তদন্ত ও প্রমাণসাপেক্ষে স্থায়ীভাবে চাকুরীচ্যুত করতে পারবেন।
(ঙ) উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলা, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির কারণে জেলা চেয়ারম্যানের নিকট চাকুরীচ্যুতির সুপারিশ করতে পারবেন জেলা চেয়ারম্যান তদন্ত ও প্রমাণসাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(চ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যাতে স্বচ্ছ ও ন্যায়সংগত হয় সেজন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে আমার মতামত হচ্ছে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা।

(ক) তদন্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ।
(খ) ২ জন অতিরিক্ত মন্ত্রণালয়।
(গ) ২ জন প্রতিনিধি।
(ঘ) ১ জন সমাজসেবী।
(ঙ) ১ জন শিক্ষাবিদ।
(চ) ১ জন আইনজীবী।

১৩। সচিবালয় পদ্ধতি বিলুপ্ত :-

সচিবালয় পদ্ধতি বিলুপ্ত করে মন্ত্রণালয়ে রাজনৈতিক স্তর প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত সফল সুপারিশ। কারণ আমলাতন্ত্র উৎখাতের প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে রাজনৈতিক স্তর। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে রাজনৈতিক স্তরে ২৫০০ জন কর্মকর্তার কার্যকলাপ এবং প্রশাসনিক পদ নিয়ে। তাই আশঙ্কা যাতে করতে না হয় সে ক্ষেত্রে আমার মতামত হচ্ছে :- নিম্নরূপ -

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হবেন একজন রাজনৈতিক স্তরের ব্যক্তি। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধানকে তার কাজে সহায়তা করবেন রাজনৈতিক স্তরের ব্যক্তি। মন্ত্রণালয়ের ব্যুরোগুলোর প্রশাসনিক প্রধান হবেন একজন রাজনৈতিক স্তরের ব্যক্তি। মন্ত্রণালয়ের ব্যুরোর শাখাগুলির প্রশাসনিক প্রধান হবেন একজন রাজনৈতিক স্তরের ব্যক্তি।

বিভাগ পদ্ধতি বিলুপ্ত :

সরকারের উন্নয়নের বাধা এবং জনগণকে হয়রানি আর কষ্ট দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে আমলাতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে বিভাগীয় ব্যবস্থা। বিভাগীয় ব্যবস্থা সরকারের ও জনগণের কল্যাণে তেমন কোন কাজে লাগে না। কিন্তু এই বিভাগগুলোতে রয়েছে আমলাতন্ত্রের হাজার হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারী। তাদের পালন-পালনের জন্য সরকারকে প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয় করতে হয়। রাজস্বের টাকা আদায় হয় জনগণের কাছ থেকে। আরও জনগণের কাজের কাজ একটাই হয় হয়রানি আর কষ্ট। এটাইত জনগণের কল্যাণে আমলাতন্ত্রের উপহার। তাই জনগণকে হয়রানি আর কষ্টের মধ্যে না রেখে তাদের টাকা কল্যাণের কাজে লাগানো আবশ্যক। জনগণের সহিত সরকারের দূরত্ব না বাড়িয়ে বিভাগ পদ্ধতি বিলুপ্ত করা উচিত। বিভাগ পদ্ধতি বিলুপ্তির ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা সহজে পাওয়া সম্ভব।

আমলাতন্ত্রের দ্বিতীয় ধাপের অবসান। সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস। রাজস্ব ব্যয় হ্রাস। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বৃদ্ধি। জনগণের হয়রানি হ্রাস। হত্যা, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন হ্রাস। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দায়িত্ব অবহেলা, ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাত ও স্বজনপ্রীতি হ্রাস। জেলার সহিত সরকারের সরাসরি যোগাযোগ। ❑

বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেমিনারে বিদ্যমান ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও সচিবালয় ভিত্তিক কাঠামো বিলুপ্ত করে দেশের জন প্রশাসনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে নীতি নির্ধারণী রাজনৈতিক স্তর বাস্তবায়নকারী ব্যুরো ও জেলা সরকার এই তিন পর্যায়ে প্রশাসনের নতুন কাঠামো বিন্যাস করতে হবে। কিন্তু এখানে আসল কথা বলা হয় নাই। যেমন- দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সুপারিশ করা হয় নাই। উক্ত সেমিনারে কারো সুপারিশ করা হয়েছে যে, রাজনৈতিক পর্যায়ে থাকবে মন্ত্রণালয়-এর প্রধান হবেন মন্ত্রী। তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের জন্য ৫/৬ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।